অধ্যায়-১৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

১.১ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম অগ্রাধিকার। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০২১ সাল মেয়াদি মাস্টার প্লান অনুসরণ করা হচ্ছে। উক্ত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এর আওতায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিজ পণ্যের উপকরণ প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কাজ সহজতর করা হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো, যেমন- গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, নারী বিপণী কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করায় গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষ এর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫.৪০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৫.১৫ শতাংশ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে নারীদের জন্য।

১.২ নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে এ বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার পানির সুব্যবস্থা, ভূ-অভ্যন্তরের জল ও জলাশয়সহ পানির উৎস সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা সৃষ্টি করা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে পানি সরবরাহের কভারেজ ৮৭ শতাংশে এবং স্যানিটেশন কভারেজ ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে[১]। শতভাগ স্যনিটেশন অর্জন ও উন্নত স্যনিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকল্পে বিনামূল্যে-স্বল্পমূল্যে স্যনিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ ও বাজারজাতকরণকে উৎসাহ প্রাদনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা নারীকে শারীরিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে প্রভাবিত করে। তাই এ ক্ষেত্রটিতে প্রাপ্য অধিকার আদায় ও নারী-পুরুষের সমতা বিধান করা নারীর সামাজিক ও অথনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই এ লক্ষ্য অজনে সরকার পানি ও স্যনিটেশন সুবিধা উন্নতকরণে নারীর প্রকৃত প্রয়োজন নির্ধারণ করে বৈষম্য নিরসনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.০ স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- ❖ স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
- ❖ নগর ও পৌর এলাকায় রাস্তা এবং ব্রিজ-কালভার্টসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
- ❖ উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম সড়কের সাথে সংযুক্ত গ্রোথ সেন্টার ও হাট বাজার-উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
- ❖ পানীয় জল সংক্রান্ত বিষয়াবলি;

[১] ডিএমপি প্রতিবেদন ২০১৬

- ❖ পল্লী ও শহর অঞ্চলে পানি সরবরাহ,স্যানিটেশন,জলাবদ্ধতা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

- ❖ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন,রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;
- ❖ স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ❖ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর উপর সকল আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.০ স্থানীয় সরকার বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা

৩.১ স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন সংহতকরণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ১৫,১০৫ জন নারী জনপ্রতিনিধির দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে,যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৩.২ পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তথা অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এর ফলে নারী শ্রমিকের আয় বৃদ্ধিসহ তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বনায়ন কমিটিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। বাজারে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকায় নারী উদ্যোক্তার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।ঘূর্ণিঝড়-বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলি নারী বান্ধব করে নির্মাণ করা হবে। প্রায় সকল প্রকল্পে নির্মাণ স্থানে নারীদের জন্য টয়লেটসহ নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থাকায় নারীর কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে।

৩.৩ নারীর আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়ন: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং মাটির রাস্তা তৈরির কাজে প্রধানতঃ নারী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হবে এবং প্রতি বছর আনুমানিক ১ লক্ষ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে শ্রম বাজার ও আয়বর্ধক কর্মে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ এর আওতায় নারীদের মাধ্যমে এল.সি.এস পদ্ধতি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.৪ নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন:বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে ৪০ লক্ষ নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির ফলে নারীদের স্বাস্থ্য ও পুস্টিমানের উন্নতি হবে ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তারা সে সময় ব্যয় করতে পারবে। নারীদেরকে পানির উৎসের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে ১.৫৬ লক্ষ নারীর জন্য সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এতে পরিবারে-সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ফলে ৪৫ লক্ষ নারীর নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং নারীরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন।

৩.৫ **ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুষম বন্টন:** পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে। সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫০,০০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৬ **পরিকল্পিত পরিবেশ বান্ধব নগরায়ন:** অবকাঠামো উন্নয়নে উপযুক্ত নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের কারণে আয়বর্ধক কর্মে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত উঠান বৈঠক ও র‍্যালীর মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা, ময়লা আবর্জনা কাছাকাছি ডাস্টবিন অথবা পৌরসভার ভ্যানে ফেলার অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার,আঙ্গিনার চারপাশে বৃক্ষরোপণ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও সেবা প্রদানে সহযোগিতা করার মনোভাব গড়ে উঠবে, যা নারীর আত্মমর্যাদা এবং স্বকীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৪.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ভূমিকা

৪.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্য হলো নারী-পুরুষের সমতা বিধান। তাই সর্বক্ষেত্রে নারীদের ওপর সবধরনের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম নীতি-কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীকে সম্পৃক্তকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগের কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- **নারীর ক্ষমতায়ন:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নারীবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা বিকাশেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** গ্রামীণ হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে নারীদের জন্য পৃথক বাজার সেকশন নির্মাণের ফলে নারী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।নারীদের জন্য পৃথক বাজার সেকশন হতে নারী উদ্যোক্তার বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা**: নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করণের ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহ ও অপর্যাপ্ত ল্যাট্রিনের অসুবিধা দুর হবে এবং এ সংক্রান্ত কাজে যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য অথনৈতিক কর্মকান্ডে সে সময় ব্যবহার করা সম্ভব হবে। টয়লেটের অভাব বা অপর্যাপ্ততার কারণে নারীদের যে হেনস্থার শিকার হতে হয় তা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পৃথক টয়লেটের পর্যাপ্ততা নারী শিক্ষার্থীদেরশতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমতা বিধান করবে। সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে নারীদের সামাজিক যে অগ্রহণযোগ্যতার শিকার হতে হয় তা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও বিভিন্ন আয়বর্ধক কমকান্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

- ❖ **পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও নারীর কর্মসংস্থান:** পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিধান করায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীর সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী শ্রমিকদের নিয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধান করার ফলে বছরে প্রায় দুই কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ❖ **চুক্তিবদ্ধ নারী শ্রমিকদলের কার্যক্রম:** ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও দুস্থ নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান, মধ্য-স্বত্বভোগীদের বর্জন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের (এল.সি.এস.) নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ নারী শ্রমিকগণ কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। গ্রোথ সেন্টার এবং হাট-বাজারসমূহে এল.সি.এস. কর্তৃক নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণকরা হচ্ছে।

- ❖ **ক্ষুদ্র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারী-পুরুষ সদস্য হতে পারে। প্রত্যেক পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তা ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটিতেও কমপক্ষে তিন জন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয়েছে। নারী-পুরুষ অংশগ্রহণে পানি সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

- ❖ **প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা**: সারাদেশে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে "আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলীভারী প্রজেক্ট" বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি নগর মাতৃসদন, ১৪৫টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এ সকল কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

৫.০ বিভাগের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	❖ জনগণের সরাসরি ভোটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিরা উন্নয়ন কর্মে আরও অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত হতে পারছেন। ❖ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা সমাজের সাধারণ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতি গ্রহণে পূর্বের চেয়ে বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
২.	সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা	❖ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে তারা সে সময় ব্যয় করবে। নারীদের পানির উৎস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে নারীদের সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এতে পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ❖ ওয়ার্ড পর্যায়ে পানির উৎসের স্থান নির্ধারণ কমিটিতে নির্বাচিত নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ❖ টয়লেটের অভাব, অপর্যাপ্ততা ও দূরত্বের কারণে নারীরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তা হ্রাস পাবেএবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল স্থানে পৃথক টয়লেটের পর্যাপ্ততার কারণে সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ❖ ওয়ার্ড পর্যায়ে পানির উৎসের স্থান নির্ধারণ কমিটিতে নির্বাচিত নারী সদস্য অর্ন্তভুক্ত থাকায় ও কেয়াটেকার নির্বাচনের ফলে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন হবে। ❖ হাত ধোয়া, নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে নারী নিজের ও তার পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারবে। সন্তানদের এ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক হবে।
৩.	পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নএবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	❖ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নারী কর্মীদের নিয়োগের কারণে বছরে প্রায় ২.০০ কোটি জনদিবস নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সকল নারী শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া, বনায়ন কমিটিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। ❖ বাজারে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকায় ৪৮২৫ জন নারী উদ্যোক্তার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এতে আনুমানিক ৪৮২৫ পরিবার উপকৃত হবে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ১,৫৭৮৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
৪.	গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন	❖ নারী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সে আরও অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম নিবন্ধীকরণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের ফলে নারীদের পরিসংখ্যান প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। জন্মনিবন্ধীকরণের ফলে নারীর আইনগত অধিকার নিশ্চিত হবে এবং বাল্যবিবাহ রোধসহ বয়সভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৬.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯			সংশোধিত ২০১৭-১৮			বাজেট ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৪৬৪৫৭৪	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩৭১৪৯৫	৮৬১৬৯	২৩.২	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২৯১৫৩	১২২৪৯	৪২.০১	২৬৫৪৩	১০৬০৪	৩৯.৯৫	২৪৬৭৪	১১৮০৪	৪৭.৮৪

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯			সংশোধিত ২০১৭-১৮			বাজেট ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
উন্নয়ন বাজেট	২৫৪৬৮	১০৬৩২	৪১.৭৫	২২৮৫০	৮৮৫৮	৩৮.৭৭	২১৫২৬	১০৪৭৪	৪৮.৬৬
পরিচালন বাজেট	৩৬৮৫	১৬১৬	৪৩.৮৬	৩৬৯৩	১৭৪৫	৪৭.২৬	৩১৪৮	১৩৩০	৪২.২৫

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I)সমূহের অর্জন

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত অর্জন		
		২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	২	৩	৪	৫
পল্লী নারীদের কর্মসংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি	লক্ষ্য জনদিবস	৬৫০	৬৬০	৬৭০
নারীদের জন্য বাজার সেকশন নির্মাণ	সংখ্যা	৩৪.০০	১০.০০	১০.০০

৮.০ নারী উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাফল্যসমূহ

- ❖ “আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী” প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৩৮টি নগর মাতৃসদন, ১৪৫টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এ সকল কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

- ❖ হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে “হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে হাওড় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের উন্নয়নে ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্য যথেষ্ট আশাপ্রদ। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪.৯ মিলিয়ন জন দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যার মধ্যে নারীদের জন্য সৃষ্টি হবে ১.৬ মিলিয়ন জন দিবস। অধিকন্তু ৬২৫৩০ জন নারীকে জীবিকা নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫৭,৭৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে চলমান রয়েছে Rural Employment and Road Maintenance Programme (phase-II)প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল জেলায় ৫৯,১৮০ জন শুধুমাত্র দুঃস্থ নারী কর্মী দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৯০,৯৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এতে ৬৬৪ লক্ষ জনদিবস কর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ এলজিইডি কর্তক বাস্তবায়িত “রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)” প্রকল্পের আওতায় একজন সফল উপকারভোগী নারীর গল্পঃ

মোছাঃ মরিয়ম বেগম: এক স্বাবলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার প্রধানপাড়া গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অভাবের সংসারে ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় খুব একটা লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। পরিবারের সকলের ভরণপোষণের সামর্থ্য না থাকায় পিতা অল্প বয়সেই তাকে বিয়ে দেন। শুরু হয় সংসারের বোঝা টানার এক নতুন যুদ্ধ। স্বামীর সংসারে এসেও কঠিন দারিদ্রের রোষানলে পড়েন। স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে যৎসামান্য পরিমাণ আয় রোজগার দ্বারা সংসারের অভাব অনটন মিটানো সম্ভব ছিল না। চার সন্তান নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে না পেরে অন্যের বাড়িতে গৃহস্থালি ও কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন মরিয়ম বেগম। এরই মধ্যে একদিন এলজিইডি'র পলিস্ন উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় পলিস্ন কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-II (আরইআরএমপি-II) এর আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এলসিএস কর্মী হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। তিন বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। এ কাজ করার সুবাদে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান, যা তাঁর ভাগ্য বদলে দেয়।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রকল্প শেষে সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে নিজ বাড়িতে গরুপালন ও বাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। তিনি নববই হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ছেলেকে রং এর দোকান করে দিয়েছেন। মা-ছেলের যৌথ আয়ে তিন রম্নমের সেমিপাকা বাড়ি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করেছেন। আজ তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। তাঁর অদম্য কর্মস্পৃহা অন্যান্য নারীদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে সাবলম্বী হতে।

৯.০ ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ❖ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নারী কৃষি উদ্যোক্তাদের সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র নারী কৃষি-শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি কাজে নারীদের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা;
- ❖ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক,ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে অধিক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ❖ নারী কৃষি শ্রমিকদের সরকারি ভর্তুকি পাবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য দ্বারা তদারকির ব্যবস্থা করা;
- ❖ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা;
- ❖ নির্বাচনকালীন নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা। নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ❖ উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের ভি.জি.ডি. কাজে সম্পৃক্ত করা;
- ❖ ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং বস্তির পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্পৃক্ত করা এবং নারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা;
- ❖ দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ ধরণের কার্যক্রমে অধিক সংখ্যায় নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ❖ পুকুর খনন ও পুকুর পুনঃখনন কাজে নারী কর্মীদের সুযোগ দান;
- ❖ নলকূপের স্থান এবং কেয়ারটেকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভূমিকা পালনে সহায়তা করা;
- ❖ প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুদের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা।